ভোরের কাগজ

AUG. 2 1 1999

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 12 কলাম 8

রংপুর কারমাইকেল কলেজে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য

৯ বছরে ৩ বার ভাঙা হয়েছে 'প্রজন্ম' শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ

উত্তরাঞ্চল প্রতিনিধি, রংপুর থেকে : স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির বাধার মুখে রংপুরের কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসে দীর্ঘ ৯ বছরেও মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য 'প্রজন্ম' নির্মাণ সম্ভব হয়নি। কলেজের কিছুসংখ্যক জামাতপন্থী শিক্ষক ভাস্কর্য নির্মাণে বাধাদানে ছাত্রশিবিরকে প্রত্যক্ষভাবে মদদ দিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীরা শুরু থেকেই এ ভাস্কর্য নির্মাণে বাধা দিয়ে আসছে।

সম্প্রতি ছাত্রদের দাবির মুখে কলেজ কর্তৃপক্ষ পুনরায় এর নির্মাণ কাজ শুরু করার পর গত ২৬ জুলাই ছাত্রশিবিরের মুখোশধারী ৬০-৭০ জনের একটি সশস্ত্র দল তৃতীয়বারের মতো নির্মাণাধীন 'প্রজন্মের' বেদীমূল ও স্ট্যাচুর প্রাথমিক ঢালাই ভেঙে ফেলে।

গত ৯ বছরে এই ভাস্কর্য নির্মাণকে কেন্দ্র করে প্রায় ২০টির মতো সংঘর্ষ ও রক্তপাতের ঘটনা ঘটেছে। ২৬ জুলাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবারো ছাত্রশিবির ও ছাত্রঐক্যের মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রশিবির কলেজের ৩টি হলে বিভিন্ন জায়গা থেকে সশস্ত্র ক্যাডার এনে জড়ো করছে। তারা ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে, যে কোনো মূল্যে ভাস্কর্য নির্মাণ করতে দেওয়া হবে না। অপরদিকে সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্রঐক্য পাল্টা ঘোষণা দিয়েছে, তারাও যে কোনো মূল্যে ভাস্কর্য নির্মাণ করবে।

১৯৯০ সালে কারমাইকেল কলেজের আবৃত্তি সংগঠন 'শব্দকণ্ঠ' প্রথম ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের একটি স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। পরবর্তী সময়ে তারা তৎকালীন ছাত্র সংসদ, কলেজের অধ্যক্ষ ড. রেজাউল হক, পরিবেশ পরিষদ ও শিক্ষক সমিতির সঙ্গে এ নিয়ে একটি বৈঠক করে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় প্রশাসনিক ভবনের সামনে 'প্রজন্ম' নামে ভাস্কর্য নির্মাণ করা হবে। এ জন্য ছাত্র-শিক্ষকদের সমন্বয়ে ভাস্কর্য বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয় এবং ভাস্কর অনীক রেজার নকশাকৃত মডেল 'প্রজন্ম' অনুমোদন করা হয়। এই ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফরম বিক্রির সময় ১০ টাকা করে চাঁদা নেওয়া হয়। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি ভাষা সৈনিক গাজিউল হক রংপুরে এসে প্রজন্মের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর পরপরই ইসলামী ছাত্রশিবির রাতের অন্ধকারে ভিত্তিপ্রস্তর ভেঙে গুড়িয়ে দেয় এবং কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

অধ্যক্ষ ড. রেজাউল হক অবসর নিলে আব্দুল কুদ্দুছ বিশ্বাস অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন। অভিযোগ রয়েছে, তার মদদেই শিবিরকর্মীরা ভিত্তিপ্রস্তরের অবশিষ্টাংশ ভেঙে ফেলে। ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, অধ্যক্ষ ছাড়াও ঐ সময়ে কর্মরত আরবি বিভাগের প্রধান আব্দুল মান্নান, পদার্থ বিদ্যা বিভাগের শিক্ষক আশরাফ হোসেন, ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক রুহুল আমীন মুন্সী, প্রাণী বিদ্যার শিক্ষক ইয়াকুব আলী ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ভাস্কর্য বিরোধী বক্তব্য প্রচার করেন। তৎকালীন প্রশাসন শিবিরকে মদদ দেওয়ায় ছাত্রঐক্যের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে জামাত-শিবির ৩৭টি হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করে। এর মধ্যে শুধুমাত্র জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ২৮টি মামলা দায়ের করা হয়।

'৯২-'৯৮ সাল পর্যন্ত 'প্রজন্ম' নির্মাণের কাজ বন্ধ থাকার পর চলতি বছরের প্রথম দিকে মোজাম্মেল হক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর আবারো ভাস্কর্যটি নির্মাণের কাজ হাতে নেন এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ১০ টাকা করে চাঁদা নিয়ে পুনরায় ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য ১ লাখ ৮৭ হাজার টাকার তহবিল গঠন করেন। এরপর আব্দুল হাই চৌধুরী অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। ভাস্কর্যের নির্মাণ কাজ আবারো বন্ধ হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে ছাত্রঐক্য ভাস্কর্য নির্মাণ কাজ শুরু করার দাবিতে প্রতীক ও আমরণ অনশনের হুমকি দিলে নির্মাণ কাজ আবার শুরু করা হয় এবং দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য ভাস্কর্য অনীক রেজাকে ১ লাখ টাকার চেক প্রদান করা হয়।

গত মে মাস থেকে প্রজন্মের বেদী ও স্ট্যাচুর প্রাথমিক কাজের ঢালাই শুরু হয়। ২৫ জুলাই পর্যন্ত তা চলে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহবুবার রহমানের উদ্যোগে রংপুর মডার্ন মোড় সংলগ্ন মডেল কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রউফ (ছাত্র শিবিরের জিএস প্রার্থী ছিলেন, রাজশাহী মতিহার থানায় তার বিরুদ্ধে মামলা আছে) ঐ কলেজের শিক্ষক হারেছ, মোখলেছ, রাজু, আনোয়ারুল প্রমুখ ও শিবির কর্মীদের ডেকে গত ২৬ জুলাই ওসমানী ছাত্রাবাসে বিশাল ভোজের আয়োজন করা হয়। খাওয়া-দাওয়া শেষে উল্লেখিত ব্যক্তিদের নেতৃত্বে ৬০-৭০ জনের মুখোশ পরা সশস্ত্র শিবির ক্যাডারদের একটি দল কয়েক ঘন্টা ধরে নির্মাণাধীন ভাস্কর্যটি ভাঙচুর করে। এ সময় নাইট গার্ড রফিকুল ও রশিদুল তাদের অস্ত্রের মুখে পালিয়ে যায় এবং ক্যাম্পাসের পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মকবুল হোসেন পুলিশকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ না দেওয়ায় তারা ভাঙচুরকারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। ছাত্র নেতৃবৃন্দের অভিযোগ পরবর্তী সময়ে পুলিশ বাদী হয়ে কাউকে আসামি না করে মামলা করে। মকবুল হোসেন একটি মৌলবাদী সংগঠনের সক্রিয় সদস্য বলেও তারা জানান।

এদিকে শিবির কর্মীরা বিভিন্ন জেলা থেকে সশস্ত্র ক্যাডার এনে হলগুলোতে শক্ত অবস্থান নিয়েছে বলে অধ্যক্ষ আব্দুল হাই চৌধুরীর কাছে ছাত্রনেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছে। কিন্তু অধ্যক্ষ হল তল্লাশির ব্যাপারে এখন পর্যন্ত পুলিশকে অনুরোধ জানাননি। ফলে ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল হাই চৌধুরী বলেন, নীতিগতভাবে তিনি চান ক্যাম্পাসে ভাস্কর্য নির্মাণ হোক। ২৬ জুলাই তিনি ছুটিতে থাকায় ঐদিন যে ঘটনা ঘটেছে সে ব্যাপারে দায়দায়িত্ব তার ছিল না বলে তিনি জানান। তিনি কাজে যোগদানের পর ৪ আগস্ট এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি ১০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবে। ইতিপূর্বে ভাঙচুরের ঘটনায় তদন্ত কমিটি কি রিপোর্ট দিয়েছিল এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ইতিপূর্বে তদন্ত কমিটি ভাঙচুরকারীদের শনাক্ত করতে পারেনি।

প্রজন্ম সম্পর্কে শিবির কারমাইকেল শাখার সভাপতি খালিদ ও সাবেক সভাপতি মোঃ সফিউল ইসলাম সাফি বলেন, তারাও চান কলেজ চত্বরে ভাস্কর্যটি নির্মাণ হোক। তবে কোনো মানবের প্রতিরূপ দিয়ে নয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ ভাস্কর্য নির্মাণ করলে বাধা দেওয়া হবে কিনা প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, 'আমরা কোনো সংঘর্ষে যাবো না।' নেতৃদ্বয় ভাস্কর্য ভাঙচুরে শিবির কর্মীরা জড়িত বলে যে অভিযোগ উঠেছে তাও অস্বীকার করেন।